পর্যটন ভলান্টিয়ার গাইডলাইন, ২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রস্তাবনা:

পর্যটন ভলান্টিয়ার একটি মহৎ ধারণা, যার মাধ্যমে পর্যটন সম্পর্কে মানুষের ইতিবাচক ধারণা বিকাশ; পর্যটন এলাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষণ; কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম গড়ে তোলা এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব হবে। সাধারণভাবে তরুনরাই হচ্ছে ভলান্টিয়ারের মূল অংশ। তারা বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় ভ্রমণ করবে; সেখানকার জনগোষ্ঠীকে পর্যটন সম্পর্কে ধারণা দিবে; পর্যটন তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কিভাবে অবদান রাখবে সে সম্পর্কে অবহিত করবে; পর্যটন এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা, এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পর্যটকগণের সাথে ব্যবহার, পর্যটককে সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবে; ভলান্টিয়ারগণ তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশে যথাসম্ভব পর্যটন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং পর্যটন উন্নয়নে সকলকে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করে যাবে, এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন ভলান্টিয়ার উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে পর্যটন ভলান্টিয়ার তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, পর্যটন ভলান্টিয়ার কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ, উন্নয়ন এবং এর জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যটন ভলান্টিয়ার গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞাসমূহ

ভলান্টিয়ার: ভলান্টিয়ার হচ্ছেন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত হয়ে কমিউনিটি ও পরিবেশের কল্যাণের জন্য কাজ করেন।

ভলান্টিয়ারিজম: কমিউনিটি ও পরিবেশের কল্যানের কাজে নিয়োজিত অবৈতনিক ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা, শ্রম ও সময় প্রদানের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম হচ্ছে ভলান্টিয়ারিজম।

ভলান্টিয়ার কাজে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ: বাংলাদেশে ভলান্টিয়ার কাজে যুক্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জাতিসংঘ ভলান্টিয়ার (ইউএনভি), বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিআরসিএস)।

৩. বৈশিষ্ট্য

পর্যটনে ভলান্টিয়ার একটি নতুন ধারণা। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষ্য হচ্ছে সেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যটনের উন্নয়ন ও প্রচার। এর মূল বৈশিষ্টসমূহ হচ্ছে:

(ক) কমিউনিটি ও পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(খ) অবৈতনিক শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও সময়;

(গ) স্থানীয় সংস্কৃতি বিকাশের সম্ভাবনাসমূহের অভিষেক করা;

(ঘ) সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা;

(ঙ) ভ্রমণ, কাজ ও কার্যক্রম হবে সল্পসময়ের।

৪. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পর্যটন ক্ষেত্রে ভলান্টিয়ার তৈরি ও উন্নয়ন। এ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে:

(ক) পর্যটনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা যেখানে ভলান্টিয়ারিজম পর্যটন উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে;

(খ) পযটন ক্ষেত্রে ভলান্টিয়ারগণ কিভাবে কাজ করবে তার একটি গাইডলাইন প্রদান করা;

(গ) ভলান্টিয়ারগণের দায়িত্বাবলী ও কর্তব্য নির্ধারণ করা;

(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে ও জেলা উপজেলা পর্যায়ে ভলান্টিয়ার নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা;

৫. পর্যটন ভলান্টিয়ারিজমের পরিসর চিহ্নিতকরণ

ভলান্টিয়ারের কার্যক্রম সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, পর্যটন আকর্ষণসমূহের প্রমোশন এবং পর্যটকগণকে সহায়তা করার মধ্যেই সীমিত নয়। এ কার্যক্রমের পরিসর ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে পারে যেমন-পর্যটক এবং আকর্ষণীয় এলাকার জনগোষ্ঠীকে পর্যটন বান্ধব করার জন্য মটিবেশনাল কাজ, পর্যটন এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা, নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ খোজে বেড় করা। পর্যটন উন্নয়নে জেলা প্রশাসন ও পর্যটন কর্মীদের সহায়তা করা।

৬. পর্যটন ভলান্টিয়ারের গাইডলাইন

পর্যটন ভলান্টিয়ারিজমের মূলকথা হচ্ছে, বাংলাদেশে পর্যটন আকর্ষণসমূহে ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করা যারা পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করবে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

৬.১. ভলান্টিয়ার নির্বাচন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন সমৃদ্ধ একটি নির্দিষ্ট জেলার নির্দিষ্ট সংখ্যক ভলান্টিয়ারের জন্য নাম আহবান করবে। এ বিষয়ে ইউএন ভলান্টিয়ার, যুব সংগঠনসমূহ, বেসরকারি সংস্থা এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:

(ক) সংশ্লিষ্ট পর্যটন আকর্ষণের জেলার ভলান্টিয়ারগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

(গ) ইতোপূর্বে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

(ঘ) ১৭ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের আবেদনকারীকে ভলান্টিয়ার হিসেবে নির্বাচন করা।

৬.২. দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

(ক) ভলান্টিয়ারগণের জন্য অনলাইন এবং ইনপারসন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(খ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা এবং কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(গ) ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের মৌলিক ধারণা প্রদান; বিশেষকরে সমুদ্রসৈকত পরিস্কার রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি, জনসমাবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি;

(ঘ) আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় যোগদানের সুযোগ প্রদান করা;

(ঙ) ভলান্টিয়ারগণের মধ্যে যারা ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে ট্যুর গাইডের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬.৩. ভলান্টিয়ারগণকে সচলকরা ও কাজে যুক্ত করা

(ক) ভলান্টিয়ারগণের ডাটাবেইজ তৈরি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

(খ) ভলান্টিয়ারগণকে সচল করা এবং কাজে যুক্ত করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা;

(গ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিত করা;

(ঘ) পর্যটন আকর্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা;

(ঙ) ভলান্টিয়ারগণ স্থানীয় অবস্থার ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে কি কি কাজ করতে পারেন তা চিহ্নিত করা ও নির্ধারণ করা।

৬.৪. প্রশংসাপত্রদান ও কাজের স্বীকৃতি

(ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালা সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রশংসাপত্র প্রদান করা;

(খ) স্বীকৃতির অংশ হিসেবে পরিচয়পত্র ও ব্যাচ প্রদান;

(গ) অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ হিসেবে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

(ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভলান্টিয়ারগণের কার্যক্রমের প্রচার করা;

(ঙ) অসাধারণ ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ এওয়ার্ড প্রদানের আয়োজন করা;

(চ) পর্যটন ভলান্টিয়ার কার্যক্রম প্রচারের জন্য সংবাদ সম্মেলন ও ওয়েবিনিয়ার আয়োজন করা;

(ছ) পর্যটন ভলান্টিয়ারিজম উন্নয়নের জন্য প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রচার সামগ্রী যেমন- লিপলেট, প্যাম্পলেট ব্রশিওর ইত্যাদি প্রস্তুত করা।

৬.৫. ভলান্টিয়ারগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

(ক) আদেশের পালাক্রম তথা চেইন অব কমান্ড নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকে একজন সমন্বয়ক নির্বাচন করা;

(খ) ভলান্টিয়ারগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা;

(গ) পর্যটন এলাকার ভলান্টিয়ারিং কার্যক্রমের সময় মেডিকেল টিম প্রেরণ করা;

(ঘ) ফ্রন্টলাইন ভলান্টিয়ারদের ভেকসিনেটশন ও মেডিকেল চেক-আপ এ অগ্রাধিকার প্রদান;

(ঙ) নারী ভলান্টিয়ারদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান;

(চ) ভলান্টিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা;

(ছ) ভলান্টিয়ারগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি নিরাপদ রাখা;

(জ) ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার সময়কালে সম্ভব হলে নিরাপদ আবাসন বা বিশ্রাম সুবিধা প্রদান করা।

৬.৬. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

ভলান্টিয়ারিং কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এক একটি ভলান্টিয়ার গ্রুপের একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কোঅডিনেটর নির্ধারণ করবে, যারা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। ভলান্টিয়ারদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে পর্যটনে ভলান্টিয়ারিজমের প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

(ক) সক্রিয় ও সচল ভলান্টিয়ারের সংখ্যা;

(খ) ভলান্টিয়ার ধরে রাখার হার;

(গ) ভলান্টিয়ারগণের সন্তুষ্টি;

(ঘ) পর্যটক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি;

(ঙ) অংশীজনের প্রতিক্রিয়া;

(চ) ভলান্টিয়ারিং কার্যক্রমে সুফল ভোগকারীর সংখ্যা;

(ছ) কতগুলো পর্যটন এলাকা কভার করা হয়েছে তার সংখ্যা;
(জ) অনলাইনে প্রচার করার মান এবং প্রভাব;
(ঝ) কতঘন্টা ভলান্টিয়ারগণ কাজ করেছেন।

এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সফল ভলান্টিয়ারিজম কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। সফল ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশের অন্যান্য এলাকায় ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অন্যান্য এলাকার ভলান্টিয়ারদেরও একইভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শ্রেষ্ঠ ভলান্টিয়ারকে এওয়ার্ড প্রদানের জন্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহায়ক হতে পারে।

৭. ভলান্টিয়ারগণের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

(ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণের প্রচার প্রচারণা;
(খ) কার্যকরভাবে ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল এর সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা;
(গ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন ট্যুরিজম উন্নয়ন উদ্যোগের সাথে সহায়তা করা;
(ঘ) স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কমিউনিটির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা;
(ঙ) পর্যটন উন্নয়নের জন্য পর্যটন সরবরাহের দিকে যারা অংশীজন তাদের সাথে সহায়তা করা;
(চ) স্থানীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে দায়িত্বশীল ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা;
(ছ) স্থানীয় পর্যটন আকর্ষণ এবং সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ডাটাবেইজ তৈরি ও ব্যবস্থাপনা;
(জ) স্থানীয় পর্যটন অংশীজন, স্থানীয় অধিবাসী ও পর্যটকগণকে দায়িত্বশীল পর্যটন সম্পর্কে অবহিত করা;
(ঝ) স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং উপস্থিত স্থানীয় মানুষের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে অনুকূল ধারণা প্রদান করা;
(ঞ) ট্যুরিজম সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা;
(ট) বিদেশি পর্যটকদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করা;
(ঠ) জলবায়ু পরিবর্তন, দায়িত্বশীল পর্যটন ও টেকসই পর্যটন এবং দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. পর্যটন ভলান্টিয়ারের জন্য কমিটি

পর্যটন ভলান্টিয়ার তৈরি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা।

৮.১. জাতীয় পর্যায়ে কমিটি পর্যটন ভলান্টিয়ারের জন্য “জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি”

ভলান্টিয়ার নির্বাচন পদ্ধতি এবং কোথায় ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তা নির্ধারণের জন্য পর্যটন ভলান্টিয়ারের জন্য “জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি” গঠন করা আবশ্যক। এই কমিটি পর্যটন আকর্ষণের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে ভলান্টিয়ার প্রসার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি এই কমিটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। পর্যটন ভলান্টিয়ার প্রেরণের পূর্বে এই কমিটি পর্যটন আকর্ষণ ভিত্তিক চাহিদা নিরূপন করবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যটন নীতিমালার ভিত্তিতে পর্যটন ভলান্টিয়ার সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সভাপতি
২	প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু, পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, ইউএনভি বাংলাদেশ	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, পর্যটনে স্বেচ্ছাসেবকতার গবেষক/শিক্ষাবিদ	সদস্য
৯	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একজন গভর্নিং বডি সদস্য	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, এনজিও	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, ট্যুরিস্ট পুলিশ	সদস্য
১৪	সাংবাদিক	সদস্য
১৫	উপপরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সদস্য সচিব

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক সদস্য অর্ন্তভুক্ত করতে পারবেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হবেন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি বাস্তবায়ন করবে। স্থানীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যাবলী মূল্যায়ন করবে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি। কমিটি বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

৮.২. পর্যটন ভলান্টিয়ারের জন্য স্থানীয় বাস্তবায়ন কমিটি

পর্যটন ভলান্টিয়ার কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নের জন্য "জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি" কাজ করবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

(ক) পর্যটন ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে;

(খ) ভলান্টিয়ার সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করবে;

(গ) ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার সময় ভলান্টিয়ারদের জন্য থাকা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং পরিবহন সুবিধা প্রদান করবে;

(ঘ) ভলান্টিয়ারগণকে পরিবেশবান্ধব এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যাশিত পর্যটন কার্যক্রমে নিয়োজিত করবে;

(ঙ) ভলান্টিয়ারের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করবে এবং যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে;

(চ) ভলান্টিয়ার কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করবে;

(ছ) ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তা পর্যটন ভলান্টিয়ারের জন্য "জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি" এর নিকট প্রেরণ করবে।

৯. তহবিল ও বাজেট

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন ভলান্টিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে। পর্যটন ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সহ অর্থায়নে কাজ করা যেতে পারে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব

(সিএসআর) তহবিল থেকে পর্যটন উন্নয়নে যে অর্থায়ন করে তাও পর্যটন ভলান্টিয়ার কার্যক্রমে ব্যয় করা যেতে পারে।

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণের কার্যাবলী

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউ এন ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে Volunteers for Sustainable Tourism Programme (VSTP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পর্যটন আকর্ষণকে কেন্দ্র করে ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করে ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারদের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউ এন ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ এর যৌথভাবে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। স্বাভাবিক সময়ে ভলান্টিয়ারগণ যে কার্য সম্পাদন করবেন কভিড ১৯ চলাকালে সেভাবে কার্য সম্পাদন সম্ভব হবেনা বিধায় কভিড ১৯ চলাকালে ভলান্টিয়ারগণ যে কার্য সম্পাদন করবেন তার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১০.১. সোশ্যাল মিডিয়াসহ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম এ পর্যটন আকর্ষণের ছবি, ভিডিও ও কনটেন্ট প্রচার

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ এলাকার অথবা যে স্থান তিনি ভ্রমণ করবেন সেখানকার পর্যটন আকর্ষণের ছবি, ভিডিও ও কনটেন্ট বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম এ আপলোড করবেন।

১০.২. জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের পর্যটন এর পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা ও সহযোগিতাকরণ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণের তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে District Tourism Cell এ প্রেরণ করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ জেলায় District Tourism Cell এর সাথে সংযুক্ত থাকবেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথেও সংযুক্ত থাকবেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন।

১০.৩. পর্যটন অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার পর্যটন স্টেকহোল্ডরের সংগঠনের কাছে (যদি থাকে) প্রেরণ করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ জেলা ও উপজেলায় পর্যটন স্টেকহোল্ডরের সংগঠনের সাথে সংযুক্ত থাকবেন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন।

১০.৪. স্থানীয় পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহে রাখা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ জেলা ও উপজেলায় পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে তথ্যে সমৃদ্ধ করবেন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে শেযার করবেন।

১০.৫. স্থানীয় পর্যটন আবাসন (হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, গেস্টহাউজও হোম স্টে) , পরিবহন ও রেস্তোরাঁ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহকরণ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ জেলা ও উপজেলায় পর্যটন আবাসন (হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, গেস্টহাউজও হোম স্টে), পরিবহন ও রেস্তোরাঁ সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে তথ্যে সমৃদ্ধ করবেন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে শেযার করবেন।

১০.৬. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান এবং পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ তাঁর নিজ এলাকায় জন সাধারণকে পর্যটন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান এবং পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির কাজ করবেন। আলোচনা, লেখা, সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে এ কাজ করা যেতে পারে।

১০.৭. বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা ও শোভাযাত্রা, গণজমায়েত ও আড্ডায় পর্যটন বিষয়ে পজিটিভ ধারণার প্রচার

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা ও শোভাযাত্রা, গণজমায়েত ও আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ পর্যটন বিষয়ে পজিটিভ ধারণার প্রচার করতে পারেন। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পর্যটন বান্ধব হতে পারে।

১০.৮. পর্যটন সম্পদ রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা করা

সাধারণভাবে পর্যটন সম্পদ নষ্ট করার প্রবনতা দেখা যায়। পর্যটন সম্পদের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এর অন্যতম কারণ। পর্যটন সম্পদ নষ্ট না করার জন্য সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করা আবশ্যক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মানুষকে উজ্জীবিত করে পর্যটন সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত করা সম্ভব না হলে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা যায় এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

১০.৯. পর্যটন অঞ্চলের সৌন্দয্য রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ

পর্যটন অঞ্চলের সৌন্দয্য রক্ষা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পর্যটন অঞ্চলের সৌন্দয্য রক্ষা খুবই জরুরী। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ কাজে পর্যটন এলাকার সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১০.১০. বিবিধ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়াগণ

(ক) পর্যটন এবং পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সার্ভে ও গবেষণা কাজে সহায়তা করতে পারেন;

(খ) স্থানীয় বিভিন্ন মেলা, উৎসব, পার্বন, অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রচার এবং জনপ্রিয় করার কাজ করতে পারেন;

(গ) পর্যটন স্পটগুলো পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং নিজেরা স্থানীয় তরুণ কিশোরদের নিয়ে পর্যটন স্পট পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে পারেন;

(ঘ) পর্যটন কেন্দ্রসমূহে দেশীয় খাবার বিক্রেতা স্ট্রিট ফুড ভেন্ডরগণ যাতে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খাবার তৈরি করে এবং স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খাবার পরিবেশন করে সে বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করতে এবং উদ্বুদ্ধ করতে পারেন; এবং

(ঙ) পর্যটন এবং পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এমন যেকোন উদ্বেগজনক ও ক্ষতিকর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে পারেন।

১০.১১. সমন্বয়

বিভিন্ন পর্যটন অঞ্চলে গঠিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণের কাজ সমন্বয়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি গ্রুপে একজন কো-অডিনেটর এবং একজন কো কো-অডিনেটর নির্ধারণ করা হবে। তাঁরা গ্রুপের কাজ সমন্বয় করবেন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পক্ষে সমন্বয় করবেন জনাব বোরহান উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (মোবাইল ০১৭২২৫৭৯৮১৩ ই-মেইল mbrasel711@gmail.com)।

১০.১২. সহযোগিতা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণকে তাঁদের কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে; জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে যুক্ত থাকার বিষয়ে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে। ট্যুর গাইড হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণকে ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।